সাফল্যের ৪ বছর

বনগাঁ পৌরসভা

সুধী নাগরিকবৃন্দ,

২০১০-এর ২২শে জুন এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে বনগাঁর মানুষের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বর্তমান পৌরবোর্ডের দায়িত্বভার গ্রহণ করি। ন্যূনতম নাগরিক চাহিদার অনেকক্ষেত্রেরই আমরা তখন অন্যান্য পৌরসভাগুলির তুলনায় অনেক পিছিয়ে। বনগাঁ শহরে তখন একটি উন্নতমানের অডিটোরিয়ামের জন্য শিল্প-সংস্কৃতি জগতের মানুষ সরব। পানীয়জলের সরবরাহ ব্যবস্থা সংস্কার, বৈদ্যুতিক চুল্লী, যানজট সমস্যার সমাধান, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সু-চিকিৎসা ও রোগনির্ণয়ের সুবিধাসহ নানা প্রত্যাশা নিয়ে পুরবাসী আমাদের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন। নানা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে ঘরে ঘরে উন্নত নাগরিক পরিসেবা পৌঁছে দেওয়াই ছিল আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে কতটা সফল হতে পেরেছি তার মূল্যায়নের ভার আপনাদের হাতে। কিন্তু একটি বিষয় আমরা জোরের সাথে বলতে পারি, বিগত চার বছরে সর্বস্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে নগরজীবনের প্রধঅন চাহিদাগুলিকে চিহ্নিত করে তার সফল রূপায়ণের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েচি এভং সর্বক্ষেত্রেই আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছি। তাইতো 'স্বাস্থ্যদীপ', উদ্যান, আধুনিক বৈদ্যুতিক আলোসহ পৌর এলাকার সৌন্দর্য্যায়ন স্বপ্নে থেকে বাস্তবে রূপায়িত। আগামীদিনে আমরা উপহার দিতে চলেছি আধুনিক পৌর ভবন, 'পথের পাঁচালী ললিত মোহন সাংস্কৃতিক মঞ্চ' সহ একগুচ্ছ উনয়য়নের ডালি।

সর্বপরি বনগাঁর শ্রদ্ধেয় জাগ্রত জনগনের আশা আকাঙ্কার প্রতি বর্তমান 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ ও নির্দেশকে পাথেয় করে সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে আমরা আপনাদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে আগামী চলার পথ উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের প্রিয় এই শহরকে উন্নত থেকে উন্নততর করার লক্ষ্যে আবদ্ধ হই। আর রবীঠাকুরের সেই গান গেয়ে আত্মশক্তিকে জাগ্রত করি—

"শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান।
তব দুর্বল শংশয় হোক অবসান।"

বিনম্র
শ্রীমতী জ্যোৎস্না আঢ্য
পৌরমাতা

"আপনারে দীপে করি জ্বালো
আপনার যাত্রাপথে
আপনিই দিতে হবে
যে আলো।।"

২২শে জুন, ২০১০, আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ পাথেয় করে বর্তমান পৌরবোর্ডের পথ চলা শুরু। উন্নয়ণের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়জয় করে নিতে আমরা ছিলাম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে আমরা সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে এগিয়ে চলেছি। আপনাদের সু-পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতায় বনগাঁ পৌরসভায় উন্নয়ণের জোয়ার এসেছে। সর্ব্বস্তরের পৌরকর্মচারীদের সাথে নিয়ে উন্নয়ণের এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সর্ব্বস্তরের পুরবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছ।

বিনম্র
শ্রীমতী কৃষ্ণা রায়
উপ-পৌরমাতা

এক নজরে

বনগাঁ পৌরসভা

বনগাঁ উত্তর ২৪ পরগনা

স্থাপিত : ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৫৪

দুরাভাষ : (০৩২১৫) ২৫৫ ০২১ e-mail : chairmanbm@gmail.com

১। ওয়ার্ড : ২২টি
২। আয়তন : ১৪.২৭৪ বর্গ কি.মি.
৩। পরিবার সংখ্যা : ২৬,৩২৭টি
৪। লোকসংখ্যা : ১,১০,৬২৮ জন (২০১১ আদমসুমারী অনুযায়ী)
- পুরুষ : ৫৬,৪১৬ জন
- মহিলা : ৫৪,২৫২ জন
- শিশু : (০-৬ বছর) ৮,৪৫২ জন
- স্বাক্ষর : ৯০.২৫%
- দারীদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার : ১৪,৪৩১টি
- দারীদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যা : ৭২,১৫৫ জন

৫। পৌরপ্রাথমিক বিদ্যালয় : ১২টি
৬। সরকারী অনুদান প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় : ৩৮টি
৭। সরকারি অনুদান প্রাপ্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ১৬টি
৮। পৌরসভার শ্রেণি : গ
৯। সরকারী অনুদান প্রাপ্ত মহাবিদ্যালয় : দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়
১০। অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র : ৬১টি
১১। বাজার : ৫টি
১২। হাসপাতাল : ডা: জে.আর.ধর. মহকুমা হাসপাতাল
১৩। নার্সিং হোম : ৭টি
১৪। থানা : ১টি
১৫। সমষ্টি ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র : ৭টি (পৌরসভা পরিচালিত)
১৬। গ্রন্থাগার : ৪টি

বনগাঁ পৌরসভা
৪ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান

স্বাস্থ্য বিভাগ (Health Department)

সমস্ত নাগরিক সুস্থ থাকুন, নীরোগ থাকুন

সমষ্টি ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা

১। সমষ্টি ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা (CBPHCS) প্রকল্পের অধীনে শহরের ২২টি ওয়ার্ডে ৩১ জন স্বাস্থ্যকর্মী এবং ৭টি হেলথ সাব সেন্টারের মাধ্যমে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

২। পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগে প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার সকাল ৭টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত টীকাকরণ করা হয়। এছাড়াও গর্ভবতী মায়েদের টীকাকরণ (টি.টি. ভ্যাকসিন) দেওয়া হয়।

সাব সেন্টার নং	রোগী	টীকাকরণ	গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্যপরীক্ষা
১। জীবন কলোনী প্রাইমারী স্কুল	৫৮৪৭	৬৬২	৩৭৮
২। দুঃখীরাম প্রাইমারী স্কুল	৯০২৩	১৪০৫	৬২১
৩। সুভাষপল্লী সাব সেন্টার	১০২৭৩	১২৪৭	৬০৭
৪। যোগেন্দ্রনাথ সাব সেন্টার	৮৭৯৬	১০৫১	৬৩৭
৫। ভীক্ষু প্রাইমারী স্কুল	৯০২০	১৩০৪	৪৫২
৬। নন্দদুলাল প্রাইমারী স্কুল	৮৩১৭	৯৮২	৫৫৩
৭। শিমূলতলা প্রাইমারী স্কুল	১১৪৫২	৪৮২	২৮৭
৮। অফিস ক্লিনিক	২৮৮০	৬০৯৪৮	১০৩

৩। পৌরসভার স্বাস্থ্যবিভাগে প্রতি সোমবার থেকে শুক্রবার বিকাল ৩টা থেকে ৫টা এবং বৃহস্পতিবার ও শনিবার সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা বিনামূল্যে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান করা হয়।

৪। প্রতি হেলথ্ সাব সেন্টারে মাসে নির্দিষ্ট একদিন শিশুদের টীকাকরণ, একদিন গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও টীকাকরণ, প্রতি সপ্তাহে দুইদিন করে রোগীদের বিনামূল্যে সাধারণ চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষুধ দেওয়া হয়। এই স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত আছেন ৩ জন চিকিৎসক, ৭ জন সুপারভাইজার, ৩৪ জন স্বাস্থ্যকর্মী (HHW), ৫ জন অফিস ম্যানেজমেন্টের সেল কর্মী ও ১০ জন স্বাস্থ্য সেবিকা কর্মী।

৫। বিগত ৪ বছরে পৌরসভার হেলথ্ সাব-সেন্টারে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েছেন ৬৫ হাজার ৬ শত ৮ জন। শিশুদের টীকাকরণ হয়েছে ৩ হাজার ৬ শত ৩৮ জন।

৬। **জননী সুরক্ষা যোজনা—**

জননী সুরক্ষা জোজনার মাধ্যমে ২০১০ সাল থেকে এই পর্যন্ত ১১০৫ জন প্রসূতি মাকে ৫০০ টাকা করে ৫,৫২,৫০০ টাকা সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে।

৭। **জাতীয় পারিবারিক সহায়তা প্রকল্প (N.F.B.S.)—**

বি.পি.এল. পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তির অকাল মৃত্যুর কারণে জাতীয় পারিবারিক সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮০টি পরিবারকে এককালীন সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে এবং ৫৫ জনের অনুদানের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

৮। জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচীর অন্তর্গত ইন্দরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পে প্রায় ৫,৯০৯ জন, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবাভাতা প্রকল্পে ৩,৩৪২ জন এবং ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধীভাতা প্রকল্পে ৪৯৭ জনকে ভাতা দেওয়া হয়েছে।

৯। বি.পি.এল. পরিবারভূক্তদের পরিবার পিছু পাঁচ জনকে চিকিৎসা বাবদ বছরে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবীমার উদ্দেশ্যে প্রায় ১০,০৬৩টি পরিবারকে "স্বাস্থ্যবীমা কার্ড" (Health Smart Card) দেওয়া হয়েছে।

১০। পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগে জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচীগুলি যেমন— পালস্ পোলিও টীকাকরণ, যক্ষ্মারোগ নিয়ন্ত্রণ, ফাইলেরিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ, কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণ, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া ও কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে।

১১। বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে আগত রোগীর পরিজনদের থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্তের জন্য একটি 'আর্ত-পরিজন নিবাস' নির্মিত হচ্ছে।

স্ত্রী রোগ—

১। ডাঃ এস.পি. ব্যানার্জ্জী, ২। ডাঃ নবকুমার সাহা, ৩। ডাঃ ডি. বাহুবলিন্দ্র, ৪। ডাঃ মহিতোষ মণ্ডল, ৫। ডাঃ সুনির্মল মিত্র, ৬। ডাঃ বি.বি. বিশ্বাস।

মেডিসিন—

১। ডাঃ অনিমেষ পাল, ২। ডাঃ ইউ.পি. দাস, ৩। ডাঃ টি.পি. মজুমদার, ৪। ডাঃ জি. পোদ্দার, ৫। ডাঃ শঙ্কর কুমার মণ্ডল, ৬। ডাঃ জয়ন্ত মল্লিক, ৭। ডাঃ নিহার রঞ্জন মণ্ডল।

সার্জেন—

১। ডাঃ অম্লান দে, ২। ডাঃ পি.এন. সরকার, ৩। ডাঃ স্বাগত দাস, ৪। ডাঃ লক্ষ্মণ সাহা, ৫। ডাঃ বি. কৌশিক

চর্মরোগ—

ডাঃ সাগ্নিক মুখার্জ্জী

নিউরোলজি—

ডাঃ সুমন চক্রবর্তী

শিক্ষা দপ্তর (Education Department)

আমার বিশ্বাস করি প্রকৃত শিক্ষার প্রসারই সুস্থ ও উন্নত মানব সমাজ গড়ে তোলে

১। প্রাক্তন সাংসদ শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নস্কর মহাশয়ের ৭,০০,০০০/- টাকায় ৪টি পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়াও বাকী পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে পৌরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে আমূল সংস্কার করা হয়েছে।

২। পৌরসভা পরিচালিত ১১টি প্রাইমারী স্কুলে Cooked Mid-Day Meal চালু করা হয়েছে।

৩। পৌরসভা পরিচালিত ১১টি স্কুলকে Sarba Siksha Mission-এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

৪। Mid Day Mile-এর খাবার রান্না করার জন্য ৩২টি প্রাইমারী স্কুলে Kitchen Shade তৈরি করা হয়েছে।

৫। এছাড়া আরও ১৬টি Upper Primary School-এ ১৬টি Kitchen Shade তৈরীর কাজ চলছে।

৬। বিভিন্ন ওয়ার্ডে অবস্থিত ৬৪টি স্কুলে (Govt. Primary- 37, Municipal Primary- 11 ও Upper Primary- 16) Cooked Mid Day Meal পৌরসভার তত্ত্বাবধানে চালু হয়েছে।

৭। Mid Day Meal প্রকল্পে ৬৭টি মহিলা গোষ্ঠী এবং ২০৩ জন রাধুনী নিয়োজিত রয়েছে।

৮। পৌরসভা পরিচালিত ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Computer প্রশিক্ষন কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

৯। ১১টি পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকল ছাত্রর-ছাত্ররীদের স্কুলের পোশাক কেনার জন্য সর্বশিক্ষা দপ্তর থেকে পাওয়া মাথাপিছু ৪০০ টাকা প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে পৌরসভার মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।

১০। ১১টি পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিলের রান্নার জন্য ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

অবৈতনিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র

বনগাঁর দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের (নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত) শিক্ষায় সহায়তা করার জন্য বনগাঁর খ্যাতনামা ও সম্মানীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলীর সহযোগিতা দুটি (হাঁরাধন আঢ্য স্মৃতি কমিউনিটি হল ও বীণাপাণী পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়) অবৈতনিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

যে খ্যাতনামা ও সম্মানীয় শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী অবৈতনিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের সাথে যুক্ত আছেন—

বাংলা :
১। রাজীব চক্রবর্তী, ২। পার্থসারথী দে, ৩। দেবব্রত পাঠক, ৪। বিশ্বজিৎ ঘোষ, ৫। তমালতরু দত্ত, ৬। উৎপল বাগ, ৭। চন্দন দাস, ৮। অমিত ঘোষ।

ইংরাজি :
১। ইন্দ্রজিৎ দেবশর্মা, ২। মধুমঙ্গল সরকার, ৩। মানব্রত সরকার, ৪। চিন্ময়কান্তি মজুমদার, ৫। শোভন রায়, ৬। ফারুক আবদুল্লা মণ্ডল, ৭। প্লয় সাহা, ৮। গণেশ ঘোষ, ৯। পরিমল মণ্ডল, ১০। বিদ্যাসাগর গোষ, ১১। আসরাফ আলি মণ্ডল।

ভূগোল :
১। বিপুল দত্ত, ২। অমিতাভ সিনহা, ৩। চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, ৪। ভবসিন্ধু মণ্ডল, ৫। পঙ্কজ রায়, ৬। সমীর মজুমদার।

সংস্কৃত :
১। বিজয় কুমার দাস, ২। প্রেমজিত বসু, ৩। অসীম ঘোষ, ৪। সন্দীপ ঘোষ, ৫। অনিন্দ্য রায়।

ইতিহাস :
১। দিলিপ তরফদার, ২। মনোতোষ ঘোষ, ৩। দীপ্তেন্দু বিকাশ বৈরাগী, ৪। সুকান্ত মাহাতো।

গণিত :
১। চন্দন ঘোষ, ২। প্রদীপ বিশ্বাস, ৩। বিপ্লব দত্ত, ৪। শ্যামসুন্দর রায়, ৫। সমরেশ মণ্ডল, ৬। প্রণব বিশ্বাস, ৭। সুপ্রিয় পাল, ৮। শযামসুন্দর ঘটক

পদার্থবিদ্যা :
১। অজয় ভট্টাচার্য, ২। কুনাল দে, ৩। সৌমেন চ্যাটার্জী, ৪। দীপক পাল, ৫। মধুসূদন বণিক, ৬। জয়ন্ত সরকার।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান :
১। সুরজিৎ দত্ত।

শিক্ষাবিজ্ঞান :
১। সোমনাথ ঘোষ, ২। শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল।

দর্শন :
১। মানস ঘোষ, ২। শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল।

অর্থনীতি :
১। গৌতম রায়, ২। বিশ্বজিৎ বিশ্বাস।

রসায়ন :
১। প্রজ্ঞানন্দ পাল, ২। পার্থ মুখার্জী, ৩। সতীশচন্দ্র মণ্ডল, ৪। দেবরাজ সরকার, ৫। শ্যামপ্রসাদ মিত্র, ৬। তরুর ধর, ৭। সুজিত অধিকারী, ৮। অলোক প্রামাণিক।

জীববিদ্যা :
১। দেবজিত মণ্ডল, ২। রাজকুমার সরকার, ৩। মানস চ্যাটার্জী, ৪। সুমন কুমার দে।

আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল ও জল সরবরাহ (Water Supply)

বনগ্রাম পৌরসভার অধীন পরিশুদ্ধ পানীয় জলের যে প্রকল্পটি শুধুমাত্র রাস্তার স্ট্যান্ড পোষ্ট মারফৎ পরিষেবা দিত, তাতে খুব সীমিত সংখ্যক মানুষ উপকৃত হতেন। বর্তমানে পৌরসভা সেটি সম্প্রসারিত করে যাতে ঘরে ঘরে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছানো যায় তার প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছে।

ইতিমধ্যেই প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে বাড়ি বাড়ি নলবাহিত পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের কাজ শুরু হয়েছে। আবেদনের ভিত্তিতে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও জল সরবরাহ ব্যবস্থা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের পৌর দপ্তরের আর্থিক অনুদানে রামনগর রোড পার্শ্বস্থ সুকান্তপল্লীতে নির্মিত হতে চলেছে আধুনিক ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন (১০ লক্ষ লিটার জল ধারর ক্ষমতা সম্পন্ন) ওয়াটার রিজার্ভার। বর্তমান মা-মাটি-মানুষের সরকারের সহযোগিতায় বনগাঁ পৌর নাগরিকদের পানীয় জলের সমসযা দূরীকরণের লক্ষ্যে আর্সেনিকমুক্তক্ত পানীয় জল সরবরাহের প্রকল্প (জে.এন.এন.আর.এম.) তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সরকারী অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

১। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল সরবরাহের জন্য প্রাক্তন সাংসদ শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র নস্কররের M.P.LAD ও পৌরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে ১১০টি Deep Tube Well পোঁতা হয়েছে।

২। বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে আগত আর্ত পরিজনদের সুবিধার জন্য প্রতাপগড় মাঠের পাশে ১টি আধুনিক পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

৩। এই মুহূর্তে বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রায় ২৫ কি.মি. পর্যন্ত নতুন পাইপ লাইন সম্প্রসারিত হয়েছে এবং পৌরসভার বস্তি এলাকায় জল সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৪। একটি নতুন ডিপ টিউবয়েল ২০নং ওয়ার্ডে বসানো হয়েছে যা থেকে ০৪, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ২০ নং ওয়ার্ডের মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

মহাশ্মশান (Burning Ghat)

বনগাঁ পৌর এলাকা তথা বনগাঁ মহকুমার মানুষের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীগোপাল শেঠ মহাশয়ের বিধায়ক তহবিল, প্রাক্তন সাংসদ শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নস্কর মহাশয়ের সাংসদ তহবিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৌর বিষয়ক দপ্তরের বিশেষ অনুদান ও পৌরসভার নিজস্ব তহবিল-এর যৌথ অর্থানুকূল্যে ভূপেন্দ্র নাথ শেঠ স্মৃতি মহা শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণের কাজে আনুমানিক খরচ ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা

প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীগোপাল শেঠ মহাশয়ের বিধায়ক তহবিল থেকে ৪০ লক্ষ টাকা, প্রাক্তন সাংসদ শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নস্কর মহাশয়ের সাংসদ তহবিল থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা, পশ্চিমবঙ্গে সরকারের পৌরবিষয়ক দপ্তর থেকে ৮০ লক্ষ টাকা এবং বনগাঁ পৌরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা এই প্রকল্পে ব্যায় করা হয়েছে। এই মহাশ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লীসহ নতুন ভবনটি আগামী ২২শে জুন ২০১৪ (রবিবার) জনগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হবে।

পূর্ত ও উন্নয়ন দপ্তর

১। উন্নত, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে বনগাঁ পৌরসভার প্রধান কার্যালয় ভবনটি দ্রুতগতিতে নতুনভাবে চতুর্থতল বিশিষ্ট সুসজ্জিত সভাকক্ষসহ (কনফারেন্স হল) গড়ে তোলা হচ্ছে।

২। পৌরসভার ২২টি ওয়ার্ডে পিচ রাস্তা (BT), ঢালাই রাস্তা (CC), সোলিং রাস্তা (BFS) ও ড্রেনেজ ইত্যাদিসহ উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে।

৩। I.H.S.D.P. প্রকল্পে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ১৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের কাজ হয়েছে।

৪। B.A.D.P. প্রকল্পে বিভিন্ন ওয়ার্ডের পিচ রাস্তাগুলি উন্নত ও আধুনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া—

পিচ রাস্তা হয়েছে	:	৪২৬১৫ মিটার
পিচ রাস্তা সংস্কার হয়েছে	:	২৯৫০ মিটার
সি.সি. রোড (ঢালাই) হয়েছে	:	২৯৪৫ মিটার
ড্রেন হয়েছে	:	২৩৮৬৬ মিটার
ইটের রাস্তা হয়েছে	:	১৫৯৪৭ মিটার
গার্ড ওয়াল হয়েছে	:	৯৪৬ মিটার
মাটির রাস্তা হয়েছে	:	৮০০ মিটার
ওয়েলকাম গেট হয়েছে	:	১৪টি
ঝামা রোড হয়েছে	:	১২৮৬০ মিটার
পার্ক হয়েছে	:	৭টি
স্কুল বিল্ডিং হয়েছে	:	১টি
মিড-ডে-মিল-এর রান্নাঘর হয়েছে	:	৫৯টি
কমিউনিটি হল হয়েছে	:	২টি
মুর্তির ছাউনি হয়েছে	:	১টি

পূর্ত ও উন্নয়ন দপ্তর

১। প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীগোপাল শেঠ মহাশয়ের বিধায়ক তহবিল ও পৌরসভার তহবিল থেকে শিমূলতলায় ভূপেন্দ্র নাথ শেঠ স্মৃতি মঞ্চ নির্ম্মাণ করা হয়েছে।

২। বর্তমান বিধায়ক শ্রীবিশ্বজিৎ দাস মহাশয়ের বিধায়ক এলাকা উন্নয়ণ তহবিল ও পৌরসভার তহবিল থেকে 'ত্রিকোণ' পার্কের (মণীষাঙ্গন) সৌন্দর্য্যায়নের কাজ হয়েছে।

৩। প্রাক্তন সাংসদ শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নস্কর মহাশয়ের সাংসদ এলাকা উন্নয়ণ তহবিল ও পৌরসভার তহবিল থেকে শিশুমনের বিকাশের লক্ষ্যে বনগাঁ পৌরসভার উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে বোটিং ব্যবস্থাসহ আধুনিক সুসজ্জিত 'স্বামী বিবেকানন্দ শিশু উদ্যান' (বনগাঁ থানা প্রাঙ্গনে)। এছাড়াও পৌরসভার প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডে শিশু উদ্যান নির্মাণের কাজ হয়েছে।

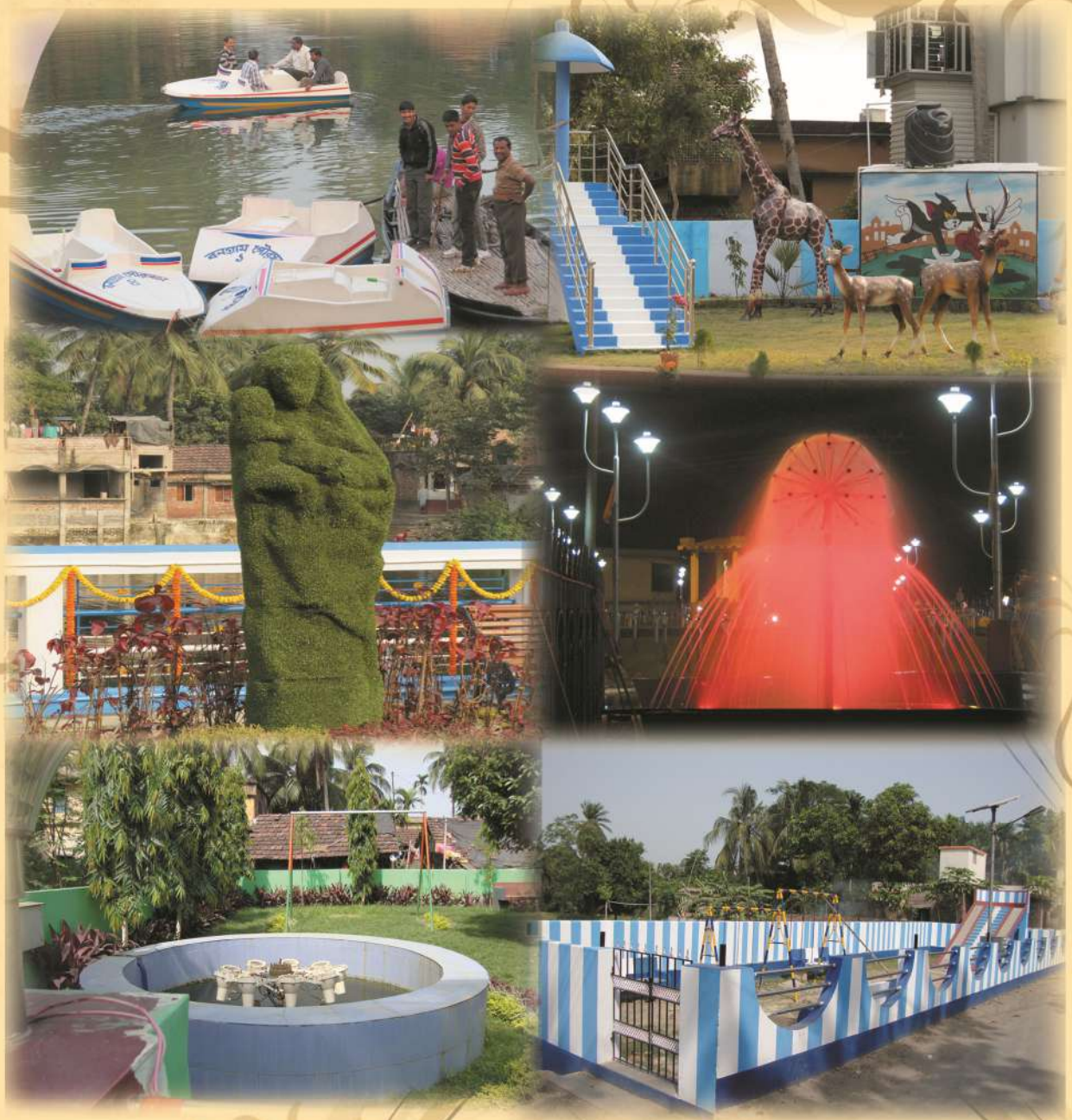

৪। প্রাক্তন সাংসদ শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নস্কর মহাশয়ের সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল ও পৌরসভার যৌথ অর্থানুকূল্যে ১৮নং ওয়ার্ডে ইন্দিরা পার্কের নির্মাণ কার্য্য হয়েছে।

৫। মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে উদ্যানটি সংস্কার করে সৌন্দার্য্যায়নের কাজ হয়েছে।

৬। বনগাঁ বাটার মোড়ে ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তির উপরে স্থায়ী ছাউনি দেওয়ার কাজ হয়েছে।

৭। বনগাঁ BSF ক্যাম্পের মোড়ে ২১শে ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে বাংলাদেশের ভাষা শহীদ স্মারকের আদলে 'শহীদ স্মারক' নির্মাণ করা হয়েছে।

স্নানের ঘাট নির্মাণ

১। প্রাক্তন সাংসদ শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নস্করের M.P.LAD এবং পৌরসভার যৌথ অর্থানুকূল্যে বনগাঁর কলঘাটে স্নানের ঘাট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২। বিধায়ক শ্রীবিশ্বজিৎ দাসের BEUP এবং পৌরসভার যৌথ অর্থানুকূল্যে শিমূলতলা বঙ্কিম স্মৃতি ময়দানে স্নানের ঘাট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩। বিধায়ক শ্রীবিশ্বজিৎ দাসের BEUP এবং পৌরসভার যৌথ অর্থানুকূল্যে পূর্ব পাড়ায় (ওয়ার্ড নং- ১৮) একটি স্নানের ঘাট নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ঘর নির্মাণ কার্য্য (I.H.S.D.P.)

১। পৌরসভার ২২টি ওয়ার্ডে সরকারী অনুদানের মাধ্যমে ৭৬৭টি বাড়ি নির্মাণের কার্য্য ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

ঘর মেরামত কার্য্য (Housing for Urban Poor)

১। পৌরসভার ২২টি ওয়ার্ডে ১২১টি ঘর সরকারী অনুদানের দ্বারা ছাদ নির্ম্মাণ ও ঘর মেরামতের কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে।

কমিউনিটি হল (Community Hall)

১। I.H.S.D.P. প্রকল্পে ১৭নং ওয়ার্ডে কমিউনিটি হল নির্ম্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং ইতিমধ্যে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য দ্বারোদঘাটন হয়েছে। এরফলে ওই এলাকার গরীব মানুষ সুলভে কমিউনিটি হলটি বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারছেন। এছাড়াও ০৭ ও ১০ নং ওয়ার্ডে Community Hall নির্মাণের কাজ চলছে।

S.C. / S.T. / OBC Student Stipend

১। ২০১০-২০১১ বছরে ৫১৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বাৎসরিক ৪৮০ টাকা করে Stipend দেওয়া হয়েছে। ২০১১-২০১২ সালে ২৬৩ জনকে বার্ষিক ৪৮০ টাকা করে Stipend দেওয়া হয়েছে। (S.C. / S.T.)

২। ২০১১-২০১২ বছরে ২১২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বাৎসরিক ৪০০ টাকা করে OBC Stipend দেওয়া হয়েছে।

৩। ২০১১-২০১২ বছরে ৫১৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বাৎসরিক ৪৮০ টাকা করে Stipend দেওয়া হয়েছে। (S.C. / S.T.)

৪। ২০১২-২০১৩ বছরে ৩০১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বাৎসরিক ৪০০ টাকা করে Stipend দেওয়া হয়েছে। (OBC)

৫। ২০১৩-২০১৪ বছরে ২৫৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বাৎসরিক ৪৮০ টাকা করে Stipend দেওয়া হয়েছে। (S.C. / S.T.)

৬। ২০১৩-২০১৪ বছরে ২১৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বাৎসরিক ৪০০ টাকা করে OBC Stipend দেওয়া হয়েছে।

জন্ম ও মৃত্যু বিভাগ (Birth & Death Certificate)

১। জন্ম ও মৃত্যু বিভাগে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে বর্তমানে কম্পিউটারাইজড জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র (Certificate) দেওয়া হচ্ছে।

২। Birth Certificate ও Death Certificate ফর্ম জমা দেওয়ার সাথে সাথে (প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ সাপেক্ষে) দেওয়া হচ্ছে।

লাইসেন্স বিভাগ (License Department)

১। ব্যবসায়ীদের নতুন License এবং পুরানো License-এর Renewal করার সুবিধার্থে New Market-এ একটি নতুন শাখা অফিস খোলা হয়েছে।

অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা (Ambulance Service)

১। মুমূর্ষ রোগীদের সুবিধার্থে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল থেকে Ambulance পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে একটি শাখা অফিস খোলা হয়েছে। এই পরিষেবা দিবা-রাত্র।

২। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার লক্ষ্যে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বনগাঁ পৌরসভাতে একটি আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স (জীবন সাথী) প্রদান করেছেন।

সাংস্কৃতি ও খেলাধুলা (Sports & Cultural Programme)

১। বনগাঁর সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে বনগাঁয় একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক মঞ্চ (পথের পাঁচালী ললিত মোহন সাংস্কৃতিক মঞ্চ) তৈরি করার জন্য বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় ও পৌরসভার তত্ত্বাবধানে (BADP Fund) এক কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে, দ্রুততার সাথে কাজ চলছে।

২। সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে উৎসাহদানের জন্য বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন ও সংস্থাকে আর্থিক অনুদান ও বিভিন্নভাবে সাহায্য করা হয়েছে।

৩। আমরা উৎসব প্রিয় জাতি। সারা বছরই আমরা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নানা উৎসবে সামিল হই। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া। শারদীয়া উৎসবে বনগাঁর বিভিন্ন ক্লাবগুলির জাঁকজমক ও শিল্পকলা মানুষের মনকে জয় করে নেয়। বর্তমান পৌরবোর্ড ক্লাবগুলিকে এই উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিতে প্রতি বছর শারদ সম্মানের আয়োজন করেছে। এছাড়াও পৌরসভার পক্ষ থেকে বনগাঁয় খেলাধূলার প্রসারে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে ভারত বিখ্যাত ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বনাম বনগাঁ একাদশ ফুটবল কেলা এবং বনগাঁ ও বহিরাগত খ্যাতনামা ক্লাবগুলিকে নিয়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে।

৪। বনগাঁ মহকুমা স্টেডিয়ামে Jogging Track ও Lower Fancing নির্ম্মাণ করা হয়েছে।

পৌর কর্মচারী (Employees)

১। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে প্রথম পৌরসভা যারা Bank Account-এর মাধ্যমে স্থায়ী কর্মচারীদের মাসিক বেতন মাস পয়সা তারিখে দেওয়া হচ্ছে।

২। দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা (২০০৫ সাল থেকে) ৫০ জন অস্থায়ী কর্মচারীদের বর্তমান বোর্ড স্থায়ীকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও নতুনভাবে ২৩ জনকে বিভিন্ন পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

৩। Conservency Department-এ কর্মরত অস্থায়ী কর্মচারীদের মাসিক বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। (৫০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা)।

৪। সমস্ত অস্থায়ী কর্মচারীদের দুর্গোৎসব ভাতা ৬০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৮০০ টাকা করা হয়েছে।

৫। এই পৌরবোর্ড যখন দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রাপ্য বকেয়া পেনশন ও গ্রাচুইটির টাকা প্রদান করা বর্তমান পৌর কর্তৃপক্ষের একটি অন্যতম প্রতুশ্রুতি ছিল। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের গ্রাচুইটি ও পেনশন বাবদ বকেয়া প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা পৌরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পেনশনারদের মাস পয়সা পেনশন পেতে যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পৌর কর্মচারীরা এখন অবসরের সাথে সাথেই তাঁদের প্রাপ্য টাকা পেয়ে যাচ্ছেন।

বাজার (Market)

১। New Market ও Rajib Gandhi Super Market (ট'বাজার)-এর উপর দ্বিতল মার্কেট তৈরি করার কাজ প্রায় শেষের মুখে।

২। New Market-এ ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের সুবিদার্থে একটি সুলভ শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে।

৩। ব্যাবসায়ী ক্রেতাদের সুবিধার্থে নিউমার্কেটে ঢালাই (C.C) রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে ও ক্ষুদ্র সব্জী ব্যবসায়ীদের সুবিদার্থে স্থানটি ঢালাই করা হয়েছে।

স্বর্ণ জয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা (S.J.S.R.Y.)

১। মহিলা সমৃদ্ধি যোজনায় এ পর্যন্ত মোট ৪৫ জন তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলাদের ২০,০০০ টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং আরও ৪৭ জন তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলার ২০,০০০ টাকা করে ঋণ অনুমোদনের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তপশিলী উপজাতিভুক্ত ৭৯ জন মহিলাকে (৭টি স্বনির্ভরগোষ্ঠী) ১০,০০০ টাকা করে অনুদানের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনায় মোট ৩৪৭ জনকে ৫০,০০০ টাকা অনুদান সহ ২ লক্ষ টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং আরও ২১১ জনের ঋণ অনুমোদনের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও তপশিলী জাতিভুক্ত মানুষদের কর্মসংস্কানের জন্য ৩৫৪ জনকে এস.পি.পি. প্রকল্পে ১০,০০০ টাকা অনুদানসহ ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১১২ জনের ঋণ অনুমোদনের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনায় বর্তমান পৌরবোর্ডের মেয়াদকালে এ পর্যন্ত মোট ২৮১টি ক্ষুদ সঞ্চয় ও ঋণদানগোষ্ঠী এবং ১০১টি ডাকুয়াগোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে, যা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের নজির। ইতিমধ্যে ৩৮টি ডাকুয়া গোষ্ঠীকে ঋণদানের মাধ্যমে (অনুদানসহ) স্বনির্ভর করে তোলা হয়েছে এবং আরও ৩২টি ডাকুয়া গোষ্ঠীকে ঋণদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এই প্রকল্পে ৯৭৫ জন বেকার যুবক-যুবতীকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ সামাজিক অনুদান

মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অনুদান (পৌর তহবিল)

২০১১

১। মৌমিতা বিশ্বাস (বনগাঁ পৌর এলাকা)
মাধ্যমিকে প্রথম স্থান : ১টি ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছে।

২। প্রজ্জ্বলকান্তি কাঞ্জিলাল (বনগাঁ পৌর এলাকা)
উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থান : ১টি ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছে।

৩। অমিত বিশ্বাস : ২০,০০০ টাকা।

২। দেবদীপ সমাদ্দার : ২০,০০০ টাকা।

৩। দীপা সরকার : ৫,০০০ টাকা।

২০১২

১। কৃতিপর্ণ কাশ্যপী (বনগাঁ পৌর এলাকা)
মাধ্যমিকে প্রথম স্থান : ১টি ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছে।

২। শুভঙ্কর সিন্‌হা (বনগাঁ পৌর এলাকা)
উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থান : ১টি ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছে।

৩। শুভ্রপিয় পাল : ২০,০০০ টাকা।

২। সঞ্চিতা প্রামাণিক : ২০,০০০ টাকা।

৩। শুভঙ্কর সিংহ : ৫,০০০ টাকা।

২। সাগ্নিক কপাট : ১০,০০০ টাকা।
৩। পার্থ মণ্ডল : ৫,০০০ টাকা।

২০১৩ ১। অর্কদ্বীপ পাল (বনগাঁ পৌর এলাকা)
মাধ্যমিকে প্রথম স্থান : ১টি ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছে।
২। কৌশিক মণ্ডল (বনগাঁ পৌর এলাকা)
উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থান : ১টি ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছে।
৩। মৌসুমী বিশ্বাস : ১০,০০০ টাকা।
২। অদিতি ঘোষ : ১০,০০০ টাকা।
৩। স্নেহা ঘোষ : ৫,০০০ টাকা।
৪। তিতির হোড় : ৫,০০০ টাকা।

বিবেক মেধা পুরস্কার (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

১। মৌসুমী বিশ্বাস : ১০,০০০

সাহসীকতা পুরস্কার (পৌর তহবিল)

১। অভিজিৎ বিশ্বাস : ৫,০০০
২। শোভন বৈদ্য : ৫,০০০

বিবেক সাহসীকতা পুরস্কার (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

১। দীপক নারায়ণ মুখার্জী : ১০,০০০

ক্যান্সার রোগীদের অনুদান (পৌর তহবিল) (২০১০-২০১২)

১। রেখা দাস : ৫,০০০
২। শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী : ৫,০০০
৩। সঞ্জয় ব্যানার্জী : ৫,০০০
৪। সুবোধ শীল : ৫,০০০
৫। শেফালী দে : ৩,০০০
৬। দোলা কুন্ডু : ২,০০০
৭। সন্ধ্যা দাস : ২,০০০
৮। পিয়ালী বিশ্বাস : ৩,০০০

২০১২-২০১৩

১।	রণজিৎ ঘোষ	:	২,১৩৮ টাকা
২।	বেবী চক্রবর্তী	:	১০,০০ টাকা
৩।	আশুতোষ সেন	:	৫,০০০ টাকা
৪।	আকাশ দত্ত	:	১,০০০ টাকা
৫।	বিশ্বজিৎ দাস	:	৩,০০০ টাকা
৬।	গোবিন্দ সাধুখাঁ	:	২,০০০ টাকা
৭।	সুষমা বিশ্বাস	:	২,০০০ টাকা
৮।	মনোতোষ কুমার রায়	:	৩,০০০ টাকা
৯।	শ্যাম প্রসাদ চক্রবর্ত্তী	:	১৬,০০০ টাকা
১০।	অশোক দাস	:	৩,০০০ টাকা
১১।	মদন মোহন হালদার	:	১০,০০০ টাকা
১২।	অঙ্কুর বিশ্বাস	:	৫,০০০ টাকা
১৩।	রাধারাণী সরকার	:	৭১৭ টাকা
১৪।	রিয়া সর্দার	:	৬৬৬ টাকা
১৫।	ঝুমা হালদার	:	২,০০০ টাকা

২০১৩-২০১৪

১।	রেখা দাস	:	১০,০০০ টাকা
২।	কার্ত্তিক কুণ্ডু	:	১০,০০০ টাকা
৩।	মনোতোষ কুমার রায়	:	২,০০০ টাকা
৪।	পারুল রায়	:	৫,০০০ টাকা
৫।	গীতা দাস	:	১,০০০ টাকা
৬।	নিমাই দাস	:	৫,০০০ টাকা
৭।	শ্যামল দাস	:	৩,০০০ টাকা
৮।	লক্ষ্মী হেলা	:	১,০০০ টাকা
৯।	রাণা রক্ষিত	:	৪,০০০ টাকা
১০।	ধীন দাস	:	১,০০০ টাকা

২০১৪-২০১৫

১।	হাসি অধিকারী	:	৫,০০০ টাকা
২।	জহর দাস	:	৫,০০০ টাকা
৩।	প্রদীপ কুমার ঘোষ	:	২,০০০ টাকা

রামকৃষ্ণ মিশন, কলকাতা, বেলঘরিয়া (পৌর তহবিল)

১। অনুদান অর্থ : ১০,০০০

বিদ্যুৎ বিভাগ (Electric Department)

১। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় (যশোহর রোড, চাকদহ রোড, স্কুল রোড, কোর্ট রোড ও মিলিটারী রোড) ১১০টি Iron Pole বসিয়ে Sodium Vapour Lamp বসানো হয়েছে।

২। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তহবিল থেকে শহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও আলোক সজ্জার জন্য ৫৫টি Trident Pole বসানো হয়েছে।

৩। এছাড়া পৌরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে ৩০টি Trident Pole বসানো হয়েছে।

৪। শহরের বড় রাস্তার পোলগুলি এবং ওয়ার্ডের মধ্যে প্রায় সমস্ত পোলে Tube Light এর পরিবর্তে P.L. Lamp লাগানো হয়েছে।

৫। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে প্রায় ২০০টি Vapour Lamp লাগানো হয়েছে।

৬। বিভিন্ন ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত Metal Lamp এবং Halogen Lamp লাগানো হয়েছে।

৭। পৌরসভার বস্তি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৫৭৪টি বিদ্যুৎ পোল বসানো হয়েছে এবং প্রতিটি পোলে নতুন টিউব লাইট সেট লাগিয়ে সমস্ত বস্তি এলাকাতে আলোকিত করা হয়েছে।

৮। বনগাঁ শহরে গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ৫টি হাই মাস্ক লাইটের টাওয়ার বসানো হয়েছে।

৯। বনগাঁ ষ্টেশন রোডে ২৫টি ২৫০ ওয়াটের ভেপার ল্যাম্প বসানো হয়েছে।

১০। উন্নয়ণের পাশাপাশি বর্তমান পৌরবোর্ড সাধারণ মানুষের পথনিরাপত্তার বিষয়ে সমান দায়িত্বশীল। তাই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের সাথে সাথে শহরের প্রধান রাস্তাগুলিতে শক্তিশালী নজরদারী ক্যামেরা বসিয়ে প্রশাসনের কাজে সহায়তা করা হয়েছে। প্রাক্তন সাংসদ শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নস্কর মহাশয়ের সাংসদ এলাকা উন্নয়ণ তহবিল ও পৌরসভার যৌথ অর্থানুকূল্যে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।

সাফাই বিভাগ (Conservency Department)

১। জনস্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত মানের করার জন্য B.S.F. Camp মোড়ে একটি নতুন অফিস খোলা হয়েছে।

২। আবর্জনা বহজেনর জন্য ২টি ট্রাকটর কেনা হয়েছে

৩। আবর্জনা বহনের জন্য ২টি নতুন হাইড্রলিক ট্রলি কেনা হয়েছে।

৪। আবর্জনা বহনের জন্য ২টি নতুন বাজার অটো মিনি ডাম্পার কেনা হয়েছে।

৫। শহর যানজট মুক্ত রাখার জন্য রাস্তা এবং বিভিন্ন জায়গায় ৫৭ জন স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করা হয়েছে।

৬। শহরের বিভিন্ন জনবহুল স্থানে আবর্জনা ফেলার জন্য ফাইভার গারবেজ ভ্যাট বসানো হয়েছে (৪০টি)।

৭। আবর্জনা বহনের জন্য ১টি নতুন ম্যাক্সো ১০৭ কেনা হয়েছে।

৮। ১টি মশা মারা আধুনিক যন্ত্র (কামান) কেনা হয়েছে।

৯। ৫০টি হ্যান্ড ট্রলি কেনা হয়েছে।

১০। ৫টি মশা মারা যন্ত্র (হ্যান্ড স্প্রে) কেনা হয়েছে।

পার্কিং বিভাগ (Parking Department)

১। যানবাহন চালক ও সহকারীদের রাত্রীযাপনের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আহারের জন্য ক্যান্টিন চালু করা হয়েছে।

২। যানবাহন চালক ও সহকারীদের সুবিধার্থে আধুনিক সুলভ শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

৩। রামনগর রোড সহ পার্কিং-এর অভ্যন্তরে যানবাহন চলাচলের সুবিধার জন্য উন্নত মানের রাস্তা ও জল নিষ্কাশনের জন্য আধুনিক ড্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন দপ্তরের সহযোগিতায় পার্কিং-এর অভ্যন্তরে যানবাহনের যোগ্যতা পত্র (C/F) দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যদীপ

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্যে সুলভে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করতে বর্তমান পৌর কর্তৃপক্ষ বদ্ধ পরিকর। সেই লক্ষ্যে প্রাক্তন সাংসদ শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নস্কর মহাশয়ের সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল ও বনগাঁ পৌরসভার যৌথ অর্থানুকূল্যে বনগাঁর সাধারণ মানুষকে উপহার দেওয়া হয়েছে 'স্বাস্থ্যদীপ'। যেখানে বহু মানুষ প্রতিদিন স্বল্পমূল্যে পাচ্ছে রোগনির্ণয় ও তার চিকিৎসা করার সুযোগ। রোগনির্ণয় ছাড়াও এক্স-রে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, ই.সি.জি. ইত্যাদি পরিসেবাও অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে সাধারণ মানুষকে দেওয়া হচ্চে। এছাড়াও আগামীতে সাধারণ মানুষ স্বল্প মূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও তার চিকিৎসা করতে পারেন, তার লক্ষ্যে দ্রুত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। বনগাঁর একঝাঁক খ্যাতনামা চিকিৎসক পৌরসভার এই উদ্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

পৌরসভার স্বাস্থ্যভবনে একটি পূর্ণাঙ্গ ডায়াগোনস্টিক সেন্টার ও পলিক্লিনিক চালু করা হয়েছে। এখানে নাগরিকবৃন্দ কম খরচে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শে তাদের চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পাচ্ছেন। X-Ray, ECG, USG, Pathology-র বিভিন্ন পরীক্ষা স্বল্প খরচে এখানে করা হয়।

সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যদীপের পরিষেবা পাওয়া যায়। ২৬ জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে বসেন এবং রোগী দেখেন।

১৬ই ডিসেম্বর ২০১৩ (চালু হওয়া দিন) থেকে ২৪শে মে ২০১৪ পর্যন্ত অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা নিয়েছেন ৩,৩৮৭ জন।

এক্স-রে হয়েছে ২,০৩৮ জনের।

ইউ.এস.জি. হয়েছে ১,১৩৮ জনের। প্যাথলজির বিভিন্ন পরীক্ষা হয়েছে ৩,১৫৯ জনের।

যে সকল খ্যাতনামা ও সম্মানীয় চিকিৎসকগণ স্বাস্থ্যদীপের সাথে যুক্ত আছেন—

শিশু রোগ—

১। ডাঃ নরোত্তম হালদার, ২। ডাঃ অমিত চক্রবর্তী, ৩। ডাঃ পুষ্পেন রায়, ৪। ডাঃ আনিসুর রহমান, ৫। ডাঃ অঞ্জন খাঁ, ৬। ডাঃ সরোজ কুমার বিশ্বাস।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

বিগত দিনে যাঁরা

আমাদের ছেড়ে

স্বর্গলোকে পাড়ি

দিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে

আমাদের রইল বিনম্র শ্রদ্ধা ।

আমাদের বনগাঁ পৌরসভা

বিনয় সিংহ বনগাঁ সাবডিভিশনাল চেম্বার অব্ কমার্স-এর সাধারণ সম্পাদক

বনগাঁ শহরের পৌরমাতা জ্যোৎস্না আঢ্য মহাশয়ার পৌরবোর্ডের ৪র্থ বার্ষিক পুর্ত্তিতে যে সাফল্যের খতিয়ান নিয়ে অনুষ্ঠান হচ্ছে বনগাঁ সাব-ডিভিশন চেম্বার অব্ কমার্স তার সাফল্য কামনা করে। সামান্য চার বছরের মধ্যে পৌরমাতা বনগাঁর চাকদা রোডের ত্রিকোণ পার্ককে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে আলোক মালায় আলোকিত করেছেন বনগাঁর মণিষিদের। ইছামতীর পাড়ে থানার ঘাটে বিনোদোনের জন্য প্যাডেল বোটের ব্যবস্থা করেছেন। পয় সমস্ত ওয়ার্ডে তৈরি হয়েছে ছোটদের জন্য পার্ক। আলোক সজ্জায় সজ্জিত হয়েছে সমস্ত ওয়ার্ড্বন্ধ। রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি হয়েচে। শেষের মুখে বহু আকাঙ্খিত বৈদ্যুতিক চুল্লী, নবরূপে তৈরি হচ্ছে পৌর ভবন। তৈরি হচ্ছে রবীন্দ্র ভবন। উন্নয়নের জোয়ার বয়ে চলেছে।

সাথে সাথে বনগাঁ চেম্বার অব্ কমার্স তথা বনগাঁর ব্যবসায়ীবৃন্দ আরও সুষ্ঠ পরিষেবা ও ব্যবসায়ীদের উপর সুদৃষ্টি কামনা করে। যাতে আমরা কৃতজ্ঞ থাকতে বাধ্য হই। আগামী দিনগুলি সুন্দর ভাবে কাটুক এই আশা নিয়ে আর একবার সাফল্য কামনা করছি।

মলয় গোস্বামী কবি-সাহিত্যিক

বনগাঁ পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়ণমূলক কাজে খুশি হতে পারছি। একটি বিশেষ কাজের দিকে তাকিয়ে আমার আনন্দ হচ্ছে, তা হলো— 'পথের পাঁচালি ললিতমোহন বাণীভবন'। আমরা, যাঁরা শিল্পকর্ম নিয়ে থাকি, তাদের বহুদিনের চাওয়া— একটি 'নাট্যমঞ্চ'— সেটি যে নির্মিত হচ্ছে, এই বিষয়ে আমাদের আনন্দ জানাই। আলো, পথঘাট প্রভৃতি হচ্ছে। মাননীয়া পৌরমাতাকেও হার্দিক অভিনন্দন। আর একটি প্রকল্পও ধন্যবাদাই— সেটি হলো— 'স্বাস্থ্যদীপ' পৌরসভার প্রত্যেকে ভাল থাকুন।

ভারতী পমানিক গৃহবধূ

আমি যে একজন বনগাঁ পৌরসভার নাগরিক, একথা বলতে এখন আমার গর্ব অনুভব হয়। বিগত বছরগুলিতে পৌরসভা বলতে আমরা তেমন ভাবে কোন কিছুই অনুভব করতে পারতাম না। কিন্তু বর্তমান পৌরমাতার এই নতুন কর্মকাণ্ড আমাকে সত্যিই অবাক করে। বিশেষ করে অবাক করে তার এই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়টি। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ বনগাঁ পৌরমাতার কাছে যে, তারা প্রতিটি দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাই আমি পৌরমাতাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য।

অরবিন্দ রায় সমাজসেবী

আজ আমি বনগাঁ পৌরসভার নাগরিক বলতে সত্যিই গর্ববোধ হয়। পৌরসভা বিগত চার বছর ধরে বিশাল কর্মকান্ড করেছে এবং করে চলেছে, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। স্বাস্থ্যদীপ, ইলেকট্রিক চুল্লী, পৌরভবন, অডিটোরিয়াম, জলপ্রকল্প, রাস্তাঘাট যে ভাবে নিমাণ হয়েছে বা হচ্ছে, তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। বর্তমান পৌরমাতাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনেও যেন এই উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকে, এই আশা রাখি।

সুকেশ মণ্ডল সরকারী কর্মচারী

প্রতিদিন আমাকে অনেকগুলি পৌরসভা পেরিয়ে বনগাঁ থেকে কোলকাতায় কর্মসূত্রে যেতে হয়। বিগত চার বছর ধরে বনগাঁ পৌরসভায় যে কর্মযজ্ঞ চলছে তা অন্যান্য পৌরসভায় হচ্ছে কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বনগাঁ পৌরসভা

বনগাঁ উত্তর ২৪ পরগনা

স্থাপিত : ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৫৪

দুরাভাষ : (০৩২১৫) ২৫৫ ০২১ e-mail : chairmanbm@gmail.com

বর্তমান পৌর প্রতিনিধিবৃন্দ

ক্রমিক নং	পৌর প্রতিনিধির নাম	ওয়ার্ড নং	দুরভাষ
১.	শ্রীমতী জ্যোৎস্না আঢ্য (পৌরমাতা)		৯০০২০০৪৬৮৮
২.	শ্রীমতী কৃষ্ণা রায় (উপ-পৌরমাতা)		০৩২১৫ ২৫৬ ০৬৯
৩.	শ্রীমতী অনিন্দিতা সাহা	১	৯৪৩৪৬১৩৭৭৫
৪.	চন্দনা সাহা	২	৯৪৭৪৮৫৬৯৪৮
৫.	শ্রী হিমাদ্রী মণ্ডল (মেম্বার, সি.আই.সি.)	৩	৯৪৭৫১৬২০৭০
৬.	শ্রী তাপস মুখার্জী	৪	৯৪৭৫১৬২০৫৯
৭.	শ্রীমতী সাথী কর্মকার	৫	৯৪৩৪৯৩৯৩৪০
৮.	শ্রী তাপস মুখার্জী	৬	৯৩৩২৪৭৩১৬৫
৯.	শ্রী সুনীল সরকার	৭	৯৪৩৪৩৪৪৭৪৬
১০.	শ্রী অরবিন্দ বিশ্বাস	৮	৯৩৭৮৩০৯৬০৮
১১.	শ্রী রতন বিশ্বাস	৯	৯১৫৩২৯১১৮০
১২.	শ্রীমতী শম্পা মোহান্ত	১১	৯১৫৩০১৫৬১৭
১৩.	শ্রীমতী টুম্পা রায়	১২	০৩২১৫০ ২৫৬ ০৬৯
১৪.	শ্রী স্বপন মুখার্জী	১৩	৯৩৩২২৯৮৯৯৯
১৫.	শ্রীমতী কবিতা বালা	১৪	৯৭৩৩৭৭৫২০৯
১৬.	শ্রী শম্ভু দাস (মেম্বার, সি.আই.সি.)	১৫	৯৯৩২২২৬৮৪০
১৭.	শ্রী অভিজিৎ কাপুড়িয়া	১৬	৯৭৩২৪১২৮৮৮
১৮.	শ্রী সুফল হালদার (মেম্বার, সি.আই.সি.)	১৮	৯৭৩৪৫৬৬৮৯৯
১৯.	শ্রী পার্থ সাহা	২৯	৯৯৩৩৫০২৫০১
২০.	শ্রী রতন সাহা	২০	৯৪৭৫১৬২০৬৪
২১.	শ্রী তরুণ সরকার	২১	৯৯৩৩৯৯২৯৭৮
২২.	শ্রীমতী সুমতী পোদ্দার	২২	৯৯৩২১৩০৯৪২

বনগাঁ পৌরসভার প্রয়োজনীয় দুরাভাষ

সাধারণ বিভাগ	:	০৩২১৫ ২৫৫ ০২১ / ০৩২১৫ ২৫৭ ৩৮৭ / ০৩২১৫ ২৫৭ ৬৪১ (ফ্যাক্স)
সাফাই বিভাগ	:	০৩২১৫ ২৪০ ৭০৮
বিদ্যুৎ বিভাগ	:	০৩২১৫ ২৪০ ৬৭৭
স্বাস্থ্য বিভাগ	:	০৩২১৫ ২৪০ ৫৬৪
এ্যাম্বুলেন্স	:	০৩২১৫ ২৫৭ ৪৯৫
পার্কিং	:	০৩২১৫ ২৪১ ৪৩৩
মহাশ্মশান	:	০৩২১৫ ২৪১ ৪৩২

আমাদের বনগাঁ পৌরসভা

সমীর দাস সম্পাদক, বনগাঁ ল'ইয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন,

বিগত চার বছরের বর্তমান বনগাঁ পৌরবোর্ডের নজীরবিহীন উন্নয়নের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। বনগাঁ শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লী, সি.সি. ক্যামেরা, পানীয় জল সরবরাহ, অডিটোরিয়াম নির্ম্মাণ এই বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কাজ।

রতন ঘোষ আইনজীবী

আমি বিশেষ গর্বের সাথে বলছি, বর্তমান পৌরবোর্ড সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ করে রাস্তা সংস্কার, রাস্তার আলোয় ব্যবস্থা বা ড্রেনেজ সিস্টেম ইত্যাদি বিষয়ে যে তৎপরতা ও উদ্যোগ লইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি বনগাঁর একজন প্রবীণ নাগরিক হিসাবে এবং রামনগর রোডের অধিবাসী হিসাবে বনগাঁ পৌরসভাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং আরও উন্নতি কামনা করি।

ডাঃ গোপাল পোদ্দার

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল সরবরাহ, আলো, রাস্তাঘাট, প্রভৃতিসব ক্ষেত্রেই এই পৌরসভা বিগত চার বছরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'স্বাস্থ্যদীপ' গরীব মানুষের জন্য পৌরসভার এই মহতী উদ্যোগ প্রশংসার যোগ্য। আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

অরূপ কুমার সিনহা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, বনগাঁ উচ্চ বিদ্যালয়

বিগত দিনের পৌরসভার কর্মকান্ডের তুলনায় বর্তমান পৌরবোর্ডের কার্য্যকলাপে গুনগত পরিবর্তন ঘটেছে। এক্ষেত্রের বনগাঁ পৌরসভার দায়িত্বে থাকা পৌরমাতার সক্রিয়তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আশা করব আগামীদিনে বনগাঁ পৌরসভার অন্তর্গত রাস্তাঘাট ও ড্রেনগুলি যাতে নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। সাথে সাথে পৌরসভার অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলিতে যাতে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা যায় তার ব্যবস্থা করলে আগামী প্রজন্মের কাছেও একটা নতুন বার্তা বহন করবে। পরিশেষে যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে বনগাঁ পৌরসভা আরও উন্নত থেকে উন্নততর পরিষেবা প্রদান করবে বলে আশা রাখি। বনগাঁ শ্মশানে ইলেকট্রিক চুল্লী বসানোও একটা যুগান্তকারী কর্মকান্ড হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

শিবপ্রসাদ বসু সম্পাদক, বনগাঁ কেন্দ্রীয় ব্যবসায়ী সমিতি

আমরা যে পৌরনাগরিক প্রকৃতপক্ষে এখনই তা অনুভূত হয়। সর্বদিক থেকে রাস্তাঘাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, আলোকসজ্জা, পৌর বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ সবটাই আজ প্রশংসার যোগ্য। সুস্থ নাগরিক জীবনের সমস্ত দিকগুলি আজ পূর্ণতা পাচ্ছে। সর্বাংশের মানুষের শুভেচ্ছায় এই পৌরবোর্ড দীর্ঘজীবন লাভ করুক এই কামনা করি।